9 MAY 2017
20

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

প্লট নংঃ ই-৯৮/এ; আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয় ঃ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য।

সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় **"গণ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম মানে কিন্তু ঘুষ দেয় না"** শিরোনামে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটির প্রতি কমিশন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নামে যে নেতিবাচক তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অসত্য, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রকৃত সত্য গোপন করে অসত্য তথ্য পত্রিকায় প্রকাশ করা অনভিপ্রেত, অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্ক্ষিত, অনৈতিক এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াস।

গণ বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (বর্তমানে রহিত)-এর অধীনে ১০/০৪/১৯৯৬ তারিখে সাময়িক অনুমতি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। এই আইনে চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন প্রোগ্রাম/কোর্স পরিচালনার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা না থাকার প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালে গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রোগ্রাম/কোর্স পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে ২০০৩ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এতদ্‌বিষয়ে নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করে:

"বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনরূপ মেডিকেল/ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি অথবা চিকিৎসা সংক্রান্ত কোন কোর্স যেমন : ফিজিওথেরাপি/প্যারামেডিকেল/মেডিকেল টেকনোলজি/নার্সিং ইত্যাদি পরিচালনা করা যাইবে না। এ ছাড়াও অনিয়মিতভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মেডিকেল/ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি পরিচালনা স্থগিত করিতে হইবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী মেডিকেল/ডেন্টাল কলেজ পরিচালনার অনুমতি লইতে হইবে"। ২০০৮ সালেও (মেমো নং- শিম/শাঃ ১৭/১০এম/ ২০০৬(অংশ-২)/৭১(১১৮), তারিখ: ২৭/০১/২০০৮ খ্রি:) শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুরূপ নির্দেশনা প্রদান করে। উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ইউজিসির পক্ষ থেকে একাধিকবার নির্দেশনা প্রদান করা সত্ত্বেও গণ বিশ্ববিদ্যালয় আইনবহির্ভূতভাবে মেডিকেল সংক্রান্ত প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে।

গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অবৈধভাবে মেডিকেল প্রোগ্রাম পরিচালনা ছাড়াও সরকারি নীতিমালা এবং ইউজিসির নির্দেশনা উপেক্ষা করে বিভিন্ন বিষয়ে অননুমোদিত প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে। প্রোগ্রাম অনুমোদনের বিষয়ে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং কমিশন অনুসৃত নীতির পরিপন্থী। গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত আইন ও নিয়মবিধি বহির্ভূত কার্যক্রম বন্ধ করার এবং জনগণকে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষার জন্য সম্প্রতি কমিশন কর্তৃক একটি গণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিজ্ঞপ্তির ফলে জনগণ এবং ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীবৃন্দ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অননুমোদিত প্রোগ্রামসমূহে ভর্তি এবং তৎপরবর্তী অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা পাবে বলে কমিশন মনে করে।

"কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পূর্বে ইউজিসির কর্মকর্তাদের উচিৎ ছিল পুরানো নথি পড়ে নেয়া" এবং **"স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নেই অথচ গা জ্বালা বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের"** ইত্যাদি মন্তব্য অবিবেচনাপ্রসূত, অসৌজন্যমূলক এবং সরকারি নিয়মনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করে ঘুষ দেয়া সম্পর্কে জনগণকে ভ্রান্ত ধারণা দেয়ার অপপ্রয়াস দুরভিসন্ধিমূলক। ইউজিসি দুর্নীতি ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে যা সর্বজনবিদিত। ইউজিসির কোন্ কোন্ কর্মকর্তাকে ঘুষ প্রদান করা হয়েছে অথবা কোন্ কোন্ কর্মকর্তা ঘুষ দাবি করেছে সে সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ আগামী ০৯/০৫/২০১৭ তারিখের মধ্যে কমিশনে প্রেরণের জন্য গণ বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। **গণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে কমিশন কর্তৃপক্ষ মনে করে। আইন প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।**

কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে,

পরিচালক
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

ডিসি-৮৮৮/১৭ (১০"×৩)

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর